রকস্টার

শা হ রি য়া র

© ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)

প্রকাশকাল : ২০১৬

কমিক বই : শাহরিয়ার খান

ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ
৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড (৪র্থ তলা), ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : +৮৮-০২-৯১৩৪৭১৭, +৮৮-০২-৯১৩৭১৪৭
ইমেইল : info@mrdibd.org
ওয়েবসাইট : www.mrdibd.org

রকস্টার

ওরে সালেকা...
ওরে মালেকা...
রিদম এন্ড কোং
বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা
ওরে ফুলবানু
TAMA
যথেষ্ট হয়েছে! এটা দোকান! কনসার্ট হল না।
বাদ্যযন্ত্র দেখার নাম করে আধ ঘণ্টা করে বাজাচ্ছ!
তোমরা কি আসলে কিনবে?
Liveson
অবশ্যই কিনব। এই মাইক্রোফোন, গিটার,
অ্যাম্প আর ড্রামসের দাম কত?
মাইক্রোফোন
১৫ হাজার!

ইলেকট্রিক গিটার ৩০ হাজার টাকা, অ্যাম্পলিফায়ার ২৫ হাজার। আর এই সস্তা ড্রাম সেটটা মাত্র ৪০ হাজার টাকা।
KORG
TRITON
অ্যা?
হে হে, সর্বমোট ১ লাখ ১০ হাজার। আমরা তো ছাত্র! দাম কমাবেন না?
কত দিতে চাও?
এক মিনিট
৫...২০
আমার আব্বায় ড্রাম কিনা দিব!
তাহলে আংকেল ড্রাম বাদ দিয়ে ৬০ দেই?
ড্রাম বাদ দিলে আসে ৭০। না, তোমরা ৬৫ দিতে পারলে আমি রাজি আছি।
এই যে ৬৫!
??!
৬৫ মানে ৬৫ হাজার!
কী রাগ! বাপ রে!
আই ইয়ান তন ফুটি!
এত দাম দিয়ে আম্মু কখনোই আমাদের বাদ্যযন্ত্র কিনে দেবে না!
আমাদের ব্যান্ড রোলিক স্টাফ কি ভাইঙ্গা গেল? না, আব্বার পকেট খসামু?

এক্ষুনি হাল ছেড়ে দিচ্ছি না। প্রথমে মাকে পটানোর চেষ্টা করি। পরে দেখা হবে চ্যাগা!
বিদায় আয়েশা। বিদায় আহসার!
কী হয়েছে তোদের? বাইরে গেলি হাসিমুখে। ফিরে এলি ব্যাজার হয়ে? চ্যাগার সাথে ঝগড়া?
তোমার জেনে লাভ কী? পয়সা তো দেবে না!
ডিসিপ্লিন! ডিসিপ্লিন!
নিশ্চয় ওরা কোনো ফন্দি এঁটেছে! কী ঘটনা?
ট্যাও! ট্যাও! ট্যাও!
একটা ঝড়!
হু!
একটা ঝড়! আসুক আজ! উড়িয়ে নিয়ে যাক মিথ্যার জাহাজ!
ট্যাও ট্যাও!
ভালোই তো গাইছো! কী নাম তোমাদের ব্যান্ডের?
না! কুইক স্যান্ড!
রোলিক স্টাফ!

আমি বাজাব গিটার
আর আমি গাইব গান। আর...
দুর্দান্ত খবর। আমিও আমার জিনিয়াস বাচ্চাদের ব্যান্ডে বেজ গিটার বাজাব। আর মিনু, তুমিও থাকবে!
তুমি তো দুর্দান্ত গান গাইতে আর হারমোনিয়াম বাজাতে। তুমি বাজাবে কী বোর্ড। আরে ওরা তো তোমার গুণই পেয়েছে।
হ্যাঁ মা!
হ্যাঁ!
সবাই চুপ!
গত মাসে ওরা ছিল চিত্রশিল্পী। আঁকার সরঞ্জাম কিনে দেবার পর সব ফুটুস। এবার ওরা নতুন ধান্ধায় নেমেছে। বলি আয়েশা? আহসার? তোমরা কী চাইছ?
মাইক্রোফোন = ১৫ হাজার অ্যাম্প = ২৫ হাজার
গিটার ৩০ হাজার!
আরে এটা কোনো ব্যাপারই না...
শাহাব?
সরি সুইট হার্ট। এসব ব্যাপারে তোমার বক্তব্যই চূড়ান্ত!

বলো মিনু!
ডিসিপ্লিন! ডিসিপ্লিন!
ডিসিপ্লিন! ডিসিপ্লিন!
তোমরা অবশ্যই ব্যান্ড করবে। কিন্তু ৭০ হাজার টাকা অনেক টাকা। আমরা অনেক কষ্ট করে টাকা কামাই আর বিপদের দিনের জন্য জমাই। আমরা খুব সাবধানে ব্যয় করি।
মা, আমরা টাকার মূল্য বুঝি। আমরাও অপব্যয় করি না।
এ দফা আমাদের কিনে দাও। দেখবে আমরা কত বিখ্যাত হই।
নিজে টাকা না কামালে সত্যি সত্যি টাকার মূল্য বুঝবে না। তাই ৭০ হাজার টাকার অর্ধেক দেব আমরা। আর বাকি অর্ধেক তোমরা দেবে।
মা, আমি ছাত্র! ক্লাস নাইনে পড়ি! এত টাকা পাব কোথায়?
আমরা তো কামাই না!
ছাত্র বলে তোমাদের টাকা উপার্জন করতে কে বাধা দিচ্ছে? ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। বুদ্ধি বের করো।
বাবা?
মিনুর আইডিয়াটা দারুণ লাগছে। যাও বুদ্ধি খাটাও।
৩৫ হাজার টাকা! কীভাবে কামাই?
আমি অঙ্কে ভালো। টিউশনি করে সহজেই মাসে ৩ হাজার টাকা কামাতে পারি!

বাহ্! দারুণ আইডিয়া! এটা তো আগে একবারও ভাবিনি।
তবে ৩ হাজার করে ৩৫ হাজার জমাতে প্রায় এক বছর লেগে যাবে। আরো কিছু বুদ্ধি বের করো।
বাচ্চারা এসো। নাস্তা খেয়ে স্কুলে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।
এই রিকশা!
না! থাম। রিকশায় যাব না।
মানে?
আমরা হেঁটে স্কুলে যাব-আসব। ৬০ টাকা বাঁচবে।
রিকশা ভাড়া বাঁচিয়ে কত টাকাই বা হবে? কী লাভ?
লাভ দেখাচ্ছি। আমরা প্রতিদিন হাতখরচ পাই ১৫০ টাকা। প্রতিদিন যদি এর ১০০ টাকা করে বাঁচাই– মাসে কত হয়?
৩ হাজার?
আর টিউশনির ৩ হাজার মাসে যোগ করলে কত হয়? তাহলে কত দিনে ৩৫ হাজার হবে?
ব্রিলিয়ান্ট! তার মানে প্রতিদিন রিকশা ভাড়া আর আইসক্রিম কিংবা চকোলেট না খেলে অনেক হবে!
একি চেগু! তুই আবার চেগিয়ে হাঁটছিস কেন?
আর কইস না। গতকাল আব্বারে কইছিলাম আমারে ড্রাম কিন্না দিতে হইবই হইব!

আব্বা আমি ব্যান্ডে বাজামু। আমারে ড্রাম কিন্না না দিলে দম বন্ধ কইরা মইরা যামু!
পড়াশুনার খবর নাই ড্রাম পিটাইতে চাও?
কও হ্যাঁ। নাইলে দম বন্ধ করলাম। হাপ্!
আমারে ব্ল্যাকমেইল করিস? দম ছাড়। দম ছাড় কইতাছি।
এই নে তোর ড্রাম!
তার মানে তোর ড্রাম হচ্ছে না?
হইব না মাইনে? আমি অন্য বুদ্ধি করতাছি।
দৈনিক আব্বার পকেট মারমু।
আম্মার ব্যাগও হাতামু।
ট্যাকা কোনো ব্যাপার না। এক মাসের মইধ্যে ড্রাম হইয়া যাইব।
তোর বুদ্ধিটা বেশ খারাপ। এ তো দু-একটা টাকার বিষয় না। এর দাম ৪০ হাজার টাকা। এত টাকা পকেট মারা অপরাধ।
আরে রাখ অপরাধ। আমি তো মাইনষের ট্যাকা মারুম না। বাবা-মায়ের ট্যাকার উপর আমার হক আছে। সেইটা অপরাধ না!

কয়েক দিন পর
আহসার? আমাদের জমানো ৩০০ টাকা কই?
ডেস্কের ড্রয়ার থেকে তুই কি টাকা মেরেছিস? এখানে মাত্র ১২৫ টাকা কেন?
এবং তোর ঘরে এই নতুন খেলনা পিস্তলটা কোথা থেকে এল?
GUN 20
আমি মোটেও টাকা মারিনি। আমার এক বন্ধু পিস্তলটা উপহার দিয়েছে।
GUN 20
তাই? আশ্চর্য! এই পিস্তলটার দাম দেখা যাচ্ছে ১৭৫ টাকা– ঠিক যে টাকা মার গেছে।
GUN 20
হ্যাঁ! হ্যাঁ! মেরেছি! আমি লোভ সামলাতে পারিনি! আমি পোলাপান মানুষ!
বেশ! তাহলে আজ থেকে আমি আমারটা জমাই। তোরটা তুই। তোকে দিয়ে বড় কিছু হবে না।
এত রাগারাগি হচ্ছে কেন? কী সমস্যা?
সমস্যা হচ্ছে আহসার।
আমরা ঠিক করেছিলাম, প্রতিদিন হাতখরচ থেকে টাকা বাঁচাব। টিউশনি করব। এভাবে ৩৫ হাজার টাকা জমাব।
কিন্তু এই লোভী গাধাটা মাত্র তিন দিনের মধ্যে জমানো টাকা মেরে খেলনা কিনেছে।
আহা! এত রাগ কোরো না। ছোট মানুষ। জীবনের প্রথম জমাচ্ছে। একটু-আধটু লোভ হতে পারে।
এজন্য ড্রয়ারে টাকা না জমিয়ে এই মাটির ব্যাংকে জমাও!

মাটির ব্যাংকের বিষয় হচ্ছে এতে একবার টাকা ঢোকালে হুট করে বের করা যায় না।
ধন্যবাদ মা। আমার মতো দুর্বল চিত্তের মানুষের জন্য মাটির ব্যাংকটা খুব দরকার।
বেশ। তাহলে আমরা আবার টাকা জমানো শুরু করি। কাল থেকে আমি একটা টিউশনিও শুরু করছি।
কিছু দিন পর
আরে চেগু!
গলায় চেইন, কানে দুল, পায়ে বুট... বলি তোর কেইসটা কী?
ড্রাম কিনার আগে আমার চেহারাডা ড্রামারের মতো বানাইতাছি।
এটা কি তোর মায়ের চেইন আর দুল?
দোস্তরা– এগুলা সব নিজের টাকায় কিনছি। একজন রকস্টারের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস তার ভাব।
তুই এই ভাব কেনার জন্য কত খরচ করলি? এ টাকা পেলি কোথায়? তোর ড্রাম সেটের খবর কী?
এই ট্যাকা আমি কামাইছি! ১৫ হাজার ট্যাকা। কেমনে? কমু না। আমি জিনিয়াস। ট্যাকা কামানো কোনো ব্যাপার না!
১৫ হাজার? বলিস কী? আমরা দুজন মিলে এখনো ১৫ শও জমাতে পারিনি।
হু! কী খাবি? বার্গার? না, আইসক্রিম?

তিনটা ডাবল চিজ বার্গার দ্যান। বেশি চিজ দিবেন। তিনটা কুল্ড ড্রিংকসও দিয়েন।
Super Burgar
তারপর সবাইরে কুন আইসক্রিম দিবেন।
চেগু একটা জোশ ছেলে!
HE IS THE BEST!
BYE দোস্তরা। শীঘ্রই আমি ড্রাম কিন্না ফালামু।
টাকাপয়সা হাতের ময়লা!
আমি তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কোথাও পাই নাই। ঐ ১০ হাজার টাকা তুমি মাইরা শাড়ি কিনছো।
না!
তোমার যেমন ১০ হাজার টাকা খোয়া গেছে, তেমন আমিও ৫ হাজার টাকা পাচ্ছি না। আমাকে খামোখা দোষ দিচ্ছ।
খামোখা? এর আগে টাকা হাতানোর সময় তুমি ধরা পড়নি?
আরে একি! কান্নাকাটি করছো কেন? আচ্ছা ঠিক আছে– সরি। এই দফায় ব্যাপারটা ভুইলা যাইতাছি– তুমি টাকাটা মারো নাই।
মাস খানেক পর
ইয়াহু
১ হাজার, ২ হাজার, ৩ হাজার! আজ প্রথম বেতন পেলাম।
কনগ্র্যাচুলেশনস!
এই ৩ হাজার + আমি আর আহসার এক মাসে জমিয়েছি ২ হাজার ৮০০ = ৫ হাজার ৮০০ টাকা!

চমৎকার। তাহলে এখন থেকে আসল ব্যাংকে তোমরা টাকা জমাতে শুরু করো। মাটির ব্যাংকে এত টাকা জমাতে পারবে না।
কী বলো বাবা। আমাদের টাকা আমাদের কাছ থেকে চলে যাবে ঐ ব্যাংকে? না, মাটির ব্যাংকই ভালো।
অল্প টাকার জন্য মাটির ব্যাংক। এখন তোমরা মাসে প্রায় ৬ হাজার করে জমাচ্ছ। এটা চুরি হতে পারে। তা ছাড়া বেশি দিন এতে টাকা রাখলে টাকার মূল্য কমে যাবে।
টাকা তো টাকাই। এর মূল্য আবার কমে কী করে?
তাই তো। টাকার কি ক্ষয় আছে?
টাকার মূল্য প্রতিবছর কমে। পাঁচ বছর আগে স্কুলে যাবার রিকশা ভাড়া কত ছিল?
২০ টাকা
এখন?
৩০! হুম। ১০ টাকা বেড়ে গেছে।
এটা সব ক্ষেত্রেই দেখবে। তাই বেশি দিন মাটির ব্যাংকে টাকা থাকলে তার মূল্য কমে যায়।
ব্যাংকে টাকা রাখলে তার বিপরীতে ব্যাংক সুদ কিংবা লাভ দেয়। ফলে টাকার মূল্য রক্ষা হয়।
তাহলে কালই আমরা অ্যাকাউন্ট খুলব।
আমার বাচ্চারা একটা স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলবে। একটা ফর্ম দিন।
COMMERCIAL BANK LIMITED
ATM
চমৎকার! তোমাদের দুজনের ছবি দাও। তোমরা দুজনই এই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ওঠাতে পারবে।
ব্যাংকে ৬ হাজার টাকা রেখে নিজেকে বেশ বড়লোক মনে হচ্ছে।
আমি মাটির ব্যাংকটা নিয়ে ঘুমাতাম! আহা রে!
এরপর দ্রুত দু মাস কেটে গেল, আয়েশা-আহসার কষ্ট করে টাকা জমাচ্ছে। আর চেগু তার বাবা-মায়ের টাকা চুরি করে ফুর্তি করছে।

এর মধ্যে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করায় আয়েশা-আহসার বাবা-মায়ের কাছ থেকে কিছু ক্যাশ পুরস্কার পেয়েছে।
A+
A+
সেই সঙ্গে হয়ে গেল একটা ঈদ। এই সুযোগে দাদা, দাদু, নানা, নানু আর মামা-চাচাদের কাছ থেকে প্রচুর টাকা পেয়েছে ওরা।
...তিন মাসে ১৮ হাজার আর অন্যান্য খাত থেকে আরো ১০ হাজার!
আমাদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে!
চেগু?
ঠাস! ঠাস! ডিচা-ডিচা!
দোস্তরা! ড্রাম কেনার আগে ড্রাম-স্টিক কিন্না ফালাইলাম।
তুই এই গরমে জ্যাকেট পরেছিস?
কারণ আমি COOL! দাম মাত্র ৮ হাজার!
চিন্তা করিস না দোস্তরা। শীঘ্রই ড্রাম কিন্না ফালামু।
আম্মা?
!
ধইন্যবাদ মাদার
কটাশ!

ম্‌ম্‌ম্‌!
আআ
এবার হাতেনাতে চোর ধরেছি!
আমরা কিছু দিন ধইরা তোর ফুটানি পর্যবেক্ষণ করতাছি।
আমাগো কষ্টের টাকা চুরি কইরা ফুটানি করো?
ওরে বাবা! ওরে মামা!
ঠাস! ঠাস!
আর জীবনে চুরি করুম না! আব্বা... মাফ করো!
কী হইসে জিগাইস না। তয় আমারে দিয়া ব্যান্ড হইব না। এহন পড়তে যাইতাছি।
আমার চেইন-দুল মায়ে লইয়া গেছে। ঐগুলো ওনার ট্যাকা চুরি কইরা কিনছিলাম।
আব্বায় আমার জ্যাকেট আর বুট রাইখা দিছে– কারণ ওগুলা তার ট্যাকায় কেনা।
আর পড়া না পারলে আব্বায় ড্রাম-স্টিক দিয়া আমার পাছায় ড্রাম বাজায়।
আমাদের ব্যান্ড শেষ। চেগু ড্রাম বাজাবে না। ড্রাম নেই। ড্রামার ছাড়া কীসের ব্যান্ড করব?
আরে বোকা, ড্রামার ছাড়াও ব্যান্ড হয়। হাল ছেড়ে দিয়ো না।

একটা বিশ্বখ্যাত ব্যান্ড ছিল সায়মন অ্যান্ড গারফাংকেল। ছিল কার্পেন্টার্স। দুজনে মিলে দিব্যি ব্যান্ড হয়।
আর ব্যান্ড করা মানে শুধু সৃজনশীল একটা চর্চা নয়।
এর মাধ্যমে তোমরা সংগঠন করা, টিমওয়ার্ক আর উদ্যোগ নেয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।
তোমরা টাকা জমাতে থাকো। আয়েশাকে একটা গিটার ধার করে দিচ্ছি– শিখতে থাকো। আহসারকে আমি গান গাওয়া প্র্যাকটিস করাব।
শুরু হলো প্র্যাকটিস। ব্যাপারটা পরিবারের জন্য সহজ নয়। প্রতিদিন বিকেলে একটু করে গান গাওয়া– গিটার বাজানোতে সবার কান ঝালাপালা!
সা...
Guitar Lessons
গিটার বাজানো কিংবা সঠিক সুরে গান গাওয়া মোটেও সহজ কাজ নয়। প্র্যাকটিস করতে করতে ওরা একদিন একটা সহজ গান তুলে ফেলবে।
COUNTRY ROAD... TAKE ME HOME TO THE PLACE ... I BELONG
উদ্যোগ নেয়ার চার মাস পর।
এত দিনে আমরা জমিয়েছি ৩৪ হাজার টাকা। আরো বাকি এক হাজার টাকা
বাবা-মা নিশ্চয়ই ১ হাজার টাকার জন্য বঞ্চিত করবে না।
না। আমরা ধার নেব না। আমরা পুরো ৩৫ হাজার টাকা জমিয়ে দেখিয়ে দেব!

চমৎকার! টাকাপয়সা নিয়ে তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেখে আমি মুগ্ধ। তোমরা আয় এবং টাকার মূল্য বুঝেছ।
তাই আমরা ঠিক করেছি, আজই তোমাদের বাদ্যযন্ত্র কিনে দেব।
তবে আমরা আশা করব যে তোমরা সঞ্চয় করার অভ্যাসটা বজায় রাখবে–
অবশ্যই
রিদম এন্ড কোং
বাদ্যযন্ত্র বিক্রেতা
KORG • ROLAND •
TAMA
আরে চেগু? তুই কী করিস?
আব্বারে ড্রাম দেখাইতে আনছি।
আব্বায় কইছে, পরীক্ষায় ভালো করলে এক পিস কইরা ড্রাম কিন্না দিব। গত পরীক্ষায় ভালো করছি
তাই আব্বায় আইজ আমারে এই সিম্বলটা কিন্না দিল। আমি আবার ড্রামার হমু।
বার্ষিক পরীক্ষায় ভালো করলে তোমারে স্নেয়ার ড্রাম কিন্না দিমু। এইভাবে তোমারে পুরা ড্রাম সেট কিন্না দিমু।
শীঘ্রই
ওয়ান, টু, ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর!
Quic sand

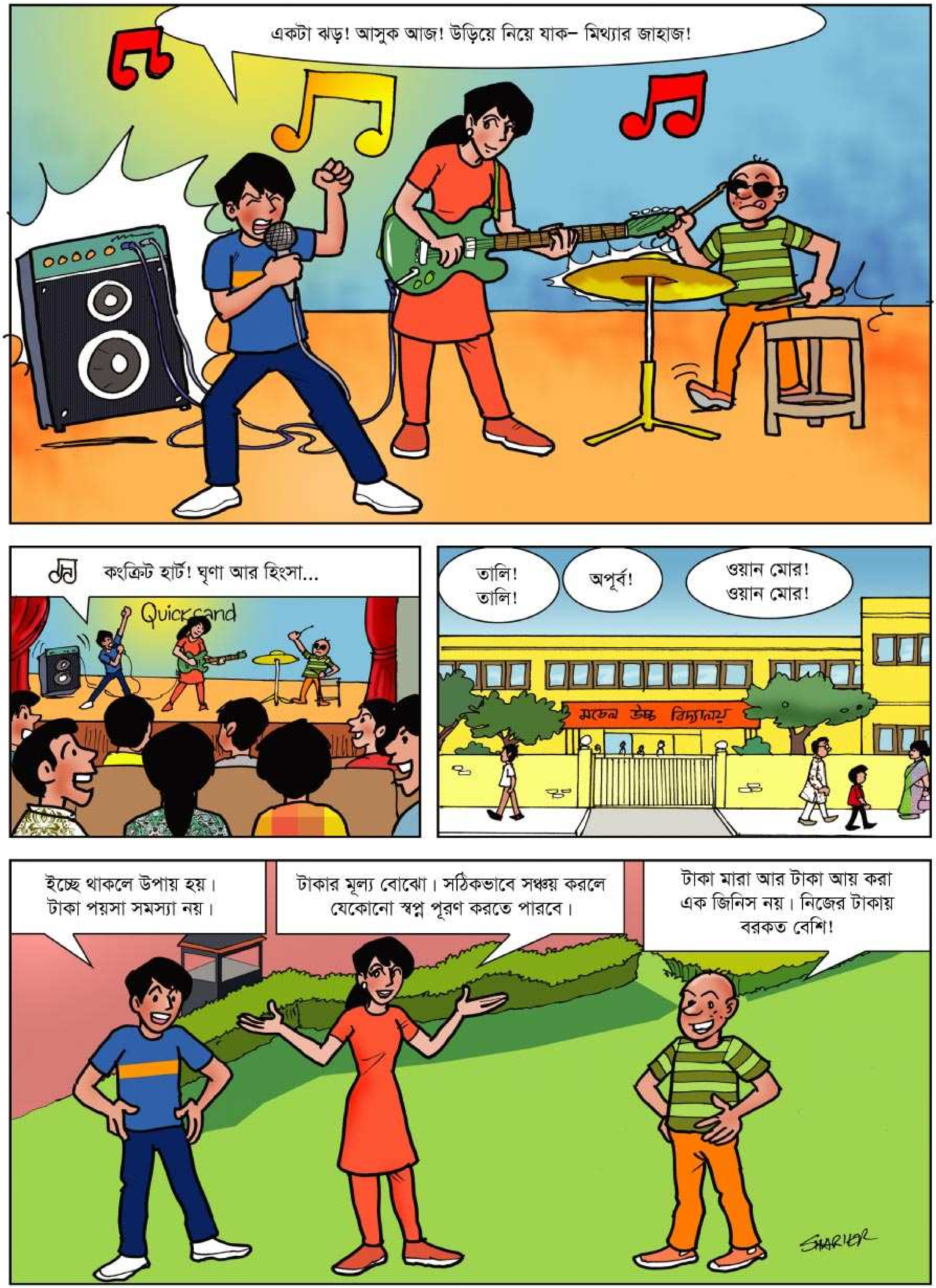

একটা ঝড়! আসুক আজ! উড়িয়ে নিয়ে যাক– মিথ্যার জাহাজ!
কংক্রিট হার্ট! ঘৃণা আর হিংসা...
Quicksand
তালি! তালি!
অপূর্ব!
ওয়ান মোর! ওয়ান মোর!
মডেল উচ্চ বিদ্যালয়
ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। টাকা পয়সা সমস্যা নয়।
টাকার মূল্য বোঝো। সঠিকভাবে সঞ্চয় করলে যেকোনো স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে।
টাকা মারা আর টাকা আয় করা এক জিনিস নয়। নিজের টাকায় বরকত বেশি!

MRDI HSBC